রপ্তানী নীতি

১৯৯১—১৯৯৩

382.63549
BUR
2004

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুলাই ১৯৯১

382·6 5492
BAN
Export Policy of Bangladesh

মুখবন্ধ

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন কলাকৌশল সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটা আরো বেশী সত্য। আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্যও রপ্তানী-মুখী অর্থনীতি গড়ে তোলা অপরিহার্য্য। নতুবা বিদেশী ঋণ ও অনুদানের উপরে আমাদের নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কাংখিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১৯৯১—৯৩ সালের দ্বি-বার্ষিক রপ্তানী নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি, পণ্য বহুমুখী-করণ ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে এনে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে রপ্তানী বাণিজ্যের অবদান বাড়ানো। দেশীয় উৎপাদিত পণ্যকে মূল্য ও গুণগত দিক দিয়ে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার যে চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে তা সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। এ ছাড়া পশ্চাদমুখী শিল্প কাঠামোকে যুগোপযোগী করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার যে সকল রপ্তানীমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার চিত্র এ পুস্তকে তুলে ধরার সযত্ন প্রয়াস নেয়া হয়েছে। রপ্তানী নীতির বিষয়বস্তু ছাড়াও সরকার প্রদত্ত বিরাজমান বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ-সুবিধার বিবরণ এ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

রপ্তানী কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৯১—৯৩ সনের রপ্তানী নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

Export Promotion Bureau, Dhaka
TRADE INFORMATION CENTRE (TIC)
LIBRARY
ACCESSION NO: 698
CALL NO: 382·63 5492
SELF NO: 15(B)

(নাসিম উদ্দিন আহমেদ)
সচিব,
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	উদ্দেশ্যাবলী	১
২।	কলাকৌশল (ট্র্যাটেজী)	১
৩।	রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা	২
৪।	রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা	৩—৫
৫।	অন্যান্য সহায়ক সুবিধা	৬—৮
৬।	পণ্য উন্নয়নে বিশেষ সুবিধাদি :	৯—১১
	তৈরী পোষাক	৯
	হোসিয়ারী দ্রব্য	৯
	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৯
	টাটকা শাকসব্জি ও ফলমূল	১০
	তামাক	১০
	পাট ও পাটজাত পণ্য	১০
	চা	১১
	হস্তশিল্পজাত পণ্য	১১
৭।	সেবা রপ্তানী (ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি, কম্পিউটার সফটওয়্যার ইত্যাদি)।	১১
৮।	বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত খাত	১২
৯।	ক্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্য	১২
১০।	সাধারণ	১৩
সংলগ্নী-১	: ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা ..	১৪
সংলগ্নী-২	: ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের জন্য খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা।	১৫
পরিশিষ্ট-'ক'	: বিদ্যমান রপ্তানী উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা	১৬—২১
পরিশিষ্ট-'খ'	: রপ্তানী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা	২৩—২৪
পরিশিষ্ট-'গ'	: শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানী পণ্য তালিকা	২৫

রপ্তানী নীতি ১৯৯১—৯৩

১। উদ্দেশ্যাবলী

(ক) ১৯৯১—৯৩ সালের রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান দ্রুত সংকোচন ;

(খ) রপ্তানী পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্যের সম্প্রসারণ ;

(গ) প্রচলিত রপ্তানী পণ্যসমূহের বহুমুখীকরণ এবং আরও বাজার উপযোগী করার মাধ্যমে উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি ;

(ঘ) অধিকতর মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী শিল্প খাতে পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনকারী শিল্প স্থাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ;

(ঙ) রপ্তানী সুযোগ-সুবিধাসমূহ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রমকে আমদানী বাণিজ্য বা আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপন হইতে অধিকতর আকর্ষণীয় ও লাভজনক করণ ;

(চ) রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টি ;

(ছ) রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২। কলাকৌশল (স্ট্র্যাটেজী)

প্রস্তাবিত রপ্তানী নীতির উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে সকল রপ্তানী কলাকৌশল অবলম্বন করা হইবে তাহা নিম্নরূপঃ

(ক) রপ্তানী বাণিজ্যকে আকর্ষণীয় করিবার লক্ষ্যে টাকার মূল্যমান যৌক্তিকীকরণ ;

(খ) রপ্তানী উন্নয়ন কার্যক্রমকে জোরদার করিবার লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল (ই পি এফ) গঠন ;

(গ) আমদানীকৃত কাঁচামালের উপরে রপ্তানী শিল্পের নির্ভরশীলতা কমানো ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত কাঁচামাল ব্যবহার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া জোরদারকরণ ;

(ঘ) রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহত করা এবং নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিক হারে আন্তর্জাতিক সাধারণ, একক ও বিশেষায়িত মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য মিশন প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ ;

(ঙ) তৈরী পোষাক শিল্পের আভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের হারকে আরও বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা জোরদারকরণ ;

(চ) বি এম আর ই এর মাধ্যমে বর্তমানে ওয়েট-ব্লু-উৎপাদনকারী ট্যানারী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে পাকা চামড়া উৎপাদন ও রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানে দ্রুত রূপান্তরিতকরণ ;

(ছ) চিংড়ি রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্ধনিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতির দ্রুত সম্প্রসারণের কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ;

(জ) বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী চায়ের "ব্রান্ড নেম" প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উন্নতমানের চা উৎপাদন ও বাজারজাত কার্যক্রম জোরদারকরণ ;

(ঝ) কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানীযোগ্য কৃষি পণ্যের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ;

(ঞ) কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক রপ্তানী শিল্প (এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচার ভিত্তিক এগ্রোবেইজড ইন্ডাষ্ট্রি) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পণ্য বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ;

(ট) কম্পিউটার সফটওয়্যার, ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি এবং অন্যান্য সেবা রপ্তানী কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ;

(ঠ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শ্রম-ঘন ইলেকট্রনিক্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসমূহ উৎপাদন ও রপ্তানীর উদ্যোগ গ্রহণ ;

(ড) বিভিন্ন দেশসমূহে বাংলাদেশ হইতে খুচরা যন্ত্রাংশ ও সহযোগী সরঞ্জামাদি রপ্তানী করার লক্ষ্যে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ ;

(ঢ) ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামাদি রপ্তানী সুগম করার লক্ষ্যে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে রপ্তানী প্রথা প্রবর্তন এবং এ জন্য যথাযথ অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) ক্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত ৪টি পণ্য (খেলনা, লাগেজ ও ফ্যাশন সরঞ্জামাদি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং চামড়াজাত পণ্য) ব্যতীত আরও নতুন ৮টি পণ্য যথা ডায়মন্ড কাটিং এন্ড পলিশিং, অলংকার তৈরী, কতিপয় ষ্টেশনারী পণ্য তৈরী, রেশম কাপড়, গিফট আইটেম, কাট ও আর্টিফিসিয়াল ফ্লাওয়ার ও অর্কিড, শাকসবজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সী সার্ভিসেসকে ক্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে ঐসব পণ্যসমূহ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;

(ত) দেশে পণ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের মেলা সংগঠন অব্যাহত রাখা ;

(থ) বাজার সমীক্ষার মাধ্যমে রপ্তানী উপযোগী পণ্য উৎপাদন ও বিপণন উদ্যোগ অব্যাহত রাখা ;

(দ) রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ;

(ধ) রপ্তানী সহায়কী অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ;

(ন) রপ্তানী সহায়ক কার্যক্রমে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার রপ্তানী উন্নয়ন কার্যে অধিকতর উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ;

(প) গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ।

৩। ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ সালের রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রাঃ

১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের জন্য ২১৫১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৭৭৪৪ কোটি টাকা এবং ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের জন্য ২৬৮৯ মিলিয়ন ডলার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে।

এই লক্ষ্যমাত্রা ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরের রপ্তানী আয় অপেক্ষা ডলারে ২৫% অধিক (টাকায় ২৮% অধিক)। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ডলারে ২৫% অধিক। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত রপ্তানী আয়ে পাট ও পাট বর্হিভূত অন্যান্য পণ্য খাতের অবদান যথাক্রমে ৪৫২ মিলিয়ন ডলার (২১%) এবং ১৬৯৯ মিলিয়ন ডলার (৭৯%) এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য খাতের অবদান ৪৯৮ মিলিয়ন ডলার (২৩%) ও ১৬৫৩ মিলিয়ন ডলার (৭৭%) হইবে। ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের পণ্যভিত্তিক রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রার বিশদ বিবরণ সংলগ্নী ১-২ এ প্রদত্ত হইল।

৪। **রপ্তানী সুযোগ-সুবিধাঃ**

রপ্তানী ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি (পরিশিষ্ট-ক) ১৯৯১—৯৩ সালের রপ্তানী নীতির কার্যকালে অব্যাহত থাকিবে। এ ছাড়া রপ্তানী বৃদ্ধির স্বার্থে আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা রপ্তানীকারকদের অনুকূলে প্রসারিত করা হইবে। এসব সুবিধাদি নিম্নরূপ ঃ

আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ ঃ

(১) টাকার মূল্যমান যৌক্তিকীকরণঃ টাকার যথাযথ বাস্তবভিত্তিক মূল্যমান নির্ধারণের মাধ্যমে রপ্তানীকারকগণ যাহাতে রপ্তানী কার্যক্রম জোরদার করিতে উৎসাহী হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) **এক্স পি বি হার পুনর্বিন্যাস ঃ** বর্তমানে সরকারী বিনিময় হার ও এস ই এম বিনিময় হারের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পাওয়ার কারণে এক্স পি বি সুবিধা অলাভজনক এবং অনাকর্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে টাকার প্রচলিত মূল্যমান এবং রপ্তানী শিল্পের/পণ্যের বিশেষত্ব বিবেচনার মাধ্যমে বর্তমানে প্রচলিত এক্স পি বি হার পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

(৩) রপ্তানী ঋণের প্রয়োগ ও সময়-সীমা যৌক্তিকীকরণঃ বর্তমানে রেয়াতী সুদের হারে রপ্তানী ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা ১৮০ দিন। এই সময় উত্তীর্ণ হইলেই ঋণ গ্রহণের সময় হইতে ঋণ পরিশোধের পুরা সময়ের জন্য বাণিজ্যিক হারে সুদ আদায় করা হয়। কতিপয় পণ্যের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ঐসব পণ্যের রপ্তানীকারকগণ ১৮০ দিনের জন্য প্রযোজ্য রেয়াতী হারে ঋণ সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। ফলে তাহাদের রপ্তানী পণ্য বিদেশের বাজারে অপ্রতিযোগিতা-মূলক হইয়া পড়ে। এই অবস্থার নিরসনকল্পে ঐসব পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে রপ্তানী ঋণের প্রয়োগ ও সময়-সীমা যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্যকে আরো প্রতিযোগিতামূলক করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) **ই সি জি স্কীম এর পুনর্বিন্যাসঃ** বর্তমানে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের (ই সি জি এস) আওতায় রপ্তানীকারকদের রপ্তানী ঋণ এবং বিদেশে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকিজনিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে কভারেজ প্রদান করা হয়, যথা রপ্তানী ঋণ গ্যারান্টি (জাহাজীকরণ—পূর্ব), রপ্তানী ঋণ গ্যারান্টি (জাহাজীকরণ—উত্তর) ও কমপ্রিহেনসিভ গ্যারান্টি। রপ্তানী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এই স্কীমের ভূমিকাকে আরও জোরদার করিবার লক্ষ্যে স্কীমটি পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

(৫) **রপ্তানী ঋণের সুদের হার যৌক্তিকীকরণঃ** রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নিম্নতম পর্যায়ে রাখিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে টিকিয়া থাকার স্বার্থে বর্তমানে প্রযোজ্য ৮—১২% সুদের হার সকল পণ্যের রপ্তানী ঋণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যান্ডের যথাসম্ভব নিম্ন-পর্যায়ে রাখা হইবে।

(৬) **আয়কর অবকাশঃ** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম শিল্পায়ণের লক্ষ্যে বর্তমানে ট্যাক্স হলিডের সময়সীমা অঞ্চল ভিত্তিতে উন্নত, স্বল্পোন্নত, অনুন্নত ও পার্বত্য অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ৫, ৭, ৯ ও ১২ বছরে নির্ধারিত রহিয়াছে। দেশে রপ্তানী-মুখী শিল্পের দ্রুত প্রসার এবং উদ্যোক্তাদেরকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানকল্পে শিল্প নীতির সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৭) রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি (ই পি এফ)ঃ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পণ্য উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহত করা একান্ত প্রয়োজন। রপ্তানী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য "রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল" (Export Promotion Fund) সৃষ্টি করা হইবে।

(৮) **পৃথক ক্রেডিট লাইন সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানীর সুযোগঃ** প্রচলিত পণ্যের বাজার সুসংহত ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রচলিত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টির সুবিধার্থে নির্বাচিত আমদানীকারক দেশের জন্য পৃথক ক্রেডিট লাইন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

(৯) **আই পি ফি/এল সি এ ফি মওকুফঃ** বর্তমানে সকল ধরনের আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য ৭৫,০০০·০০ (পচাত্তর হাজার) টাকার উর্ধ্বে হইলে ২½% ইম্পোর্ট পারমিট ফি/এল সি এ ফি আদায় করা হইয়া থাকে। রপ্তানীমুখী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করা এবং কাউন্টার ট্রেডের (প্রতি বাণিজ্য/বিনিময় বাণিজ্য/বিশেষ বাণিজ্য) আওতায় বৈদেশিক বাণিজ্যকে আকর্ষণীয় করিবার লক্ষ্যে এখন হইতে আমদানীকৃত কাঁচামাল এবং কাউন্টার ট্রেডের আওতায় আমদানীসমূহের ক্ষেত্রে আই পি/এল সি এ ফি মওকুফ করা হইবে।

(১০) **বিদেশে বাণিজ্যিক ভ্রমণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ** রপ্তানী বাজার অন্বেষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক ভ্রমণের ব্যয় ভার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এবং রপ্তানী বিপণন প্রচেষ্টা আরো জোরদার করিবার লক্ষ্যে নবাগত রপ্তানীকারকদের বর্তমানে বার্ষিক ৪,০০০ (চার হাজার) মার্কিন ডলারের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৬,০০০ (ছয় হাজার) মার্কিন ডলার প্রদান করা হইবে।

(১১) রপ্তানী পণ্যের নমুনা বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সীমা বৃদ্ধিঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদান অর্থবহ ও সফল করার লক্ষ্যে রপ্তানীকারকদেরকে পর্যাপ্ত সংখ্যক নমুনা প্রেরণ করিতে হয়। রপ্তানীকারকদেরকে যথা সময়ে বাণিজ্য মেলায় যোগদান এবং দ্রুত পণ্য নমুনা প্রেরণের সুবিধার্থে ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার এবং ২,০০০ (দুই হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের নমুনা যথাক্রমে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হইবে।

(১২) **রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর রেয়াতঃ** পাট, পাটজাত পণ্য ও চা ছাড়া অন্যান্য রপ্তানী আয়ের উপর বর্তমানে ৬০% পর্যন্ত আয়কর রেয়াতের বিধান রহিয়াছে। প্রতিযোগিতায় রপ্তানীকারকদের অবস্থান সুসংহত ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সকল পণ্যের রপ্তানী পরিমাণের ভিত্তিতে ১০০% পর্যন্ত আয়কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(১৩) **ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশসহ সকল পণ্য কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে রপ্তানীর সুযোগ প্রদানঃ** বর্তমানে শাকসব্জি রপ্তানী ব্যতীত সকল পণ্যের রপ্তানী প্রধানতঃ ঋণ পত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে রপ্তানীর সুবিধা সহজ-সাধ্য না হওয়ার ফলে রপ্তানী বাজার থাকা সত্ত্বেও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ রপ্তানী অনেকাংশে ব্যাহত হইতেছে। তাই ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য পণ্যসমূহ কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে রপ্তানী করিবার সুবিধার্থে ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(১৪) **বিদেশে রপ্তানীমুখী পুঁজি বিনিয়োগঃ** বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণ বেশ কয়েকটি রপ্তানী পণ্য যেমন—তৈরী পোষাক, হিমায়িত খাদ্য, পাকা চামড়া উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এ রপ্তানী পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করিয়া বহির্বিশ্বে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করা যাইতে পারে। তাই বিদেশে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনে সহায়তা করিবার জন্য স্বল্প পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হইবে।

(১৫) **মূল্য সংযোজন হার যৌক্তিকীকরণঃ** বর্তমানে বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানীর মাধ্যমে পণ্য প্রস্তুত করিয়া রপ্তানী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫% মূল্য সংযোজনের শর্ত আরোপ করা হয়। এই আমদানী নির্ভর নতুন পণ্য রপ্তানীর অবাধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্য সংযোজনের হার পণ্য ভেদে নমনীয় করা হইবে।

(১৬) **ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানঃ** বিদেশের বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানী কর্ম-তৎপরতা জোরদার করিবার জন্য লেটার অব ইনটেন্ট-এর বিপরীতে অন্যান্য রপ্তানীকারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তে প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণ, সরকারী গ্যারান্টি এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হইবে।

(১৭) **শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা জোরদারকরণঃ** শুল্ক প্রত্যার্পণ পদ্ধতি ইতিমধ্যেই রপ্তানী উন্নয়নে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা যথাযথ সংস্কারপূর্বক এই প্রক্রিয়া আরও স্বয়ংক্রিয় করিবার মাধ্যমে রপ্তানী পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যার্পণ পদ্ধতিকে আরো সহজ ও দ্রুততর করা হইবে।

(১৮) **বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চার্জ যৌক্তিকীকরণঃ** একাধিক শিফটে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী এবং নিয়মিত বিল পরিশোধকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যকে বহির্বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক করিবার লক্ষ্যে বিদ্যুতের পিক-আওয়ার রেট নমনীয় করা হইবে।

৫। অন্যান্য সহায়ক সুবিধাঃ

(১) **বিমান পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধিঃ** বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের বিমান পরিবহনের সুযোগের অপ্রতুলতার কারণে সব ধরণের রপ্তানী পণ্য বিশেষ করিয়া টাটকা শাক-সব্জি ও ফলমূলের রপ্তানী অনেকাংশে ব্যাহত হইতেছে। বাংলাদেশী কৃষিজাত-পণ্যসহ সকল পণ্যের রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ ও আরো সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বিমানের পরিবহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে।

(২) **প্রতি পোষাক ক্যাটেগরীতে নমুনা আমদানীর অনুমতিঃ** বর্তমানে তৈরী পোষাক রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পোষাক ক্যাটেগরী প্রতি ১০ পিস পণ্য নমুনা এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০ পিস নমুনা আমদানী করিতে পারে। পণ্য নমুনা আমদানীর মাধ্যমে ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রতি নমুনা সৃষ্টি, নতুন বাজার অন্বেষণ ও পোষাকের বাজার সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। সে কারণে প্রতি ক্যাটেগরীতে ২০ পিস এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০০ পিস তৈরী পোষাক নমুনা শুল্ক মুক্ত আমদানীর সুযোগ দেওয়া হইবে। নমুনা নষ্টকরণের মাধ্যমে (মিউ-টিলেশন) আমদানী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

(৩) **আমদানীকারক ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের মালটিপল এন্ট্রি ভিসা প্রদানঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে সাধারণতঃ সিংগল এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হইয়া থাকে। ফলে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তাহাদের বাংলাদেশে অবস্থান এবং ঘন ঘন আগমন ও বহির্গমন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারী ও আমদানীকারকদের বাংলাদেশে সফর ও অবস্থান সহজ ও ঝামেলা মুক্ত করিবার লক্ষ্যে মালটিপল এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হইবে।

(৪) **কৃষি পণ্য রপ্তানীর উদ্দেশ্যে রপ্তানী পল্লী স্থাপনঃ** বাংলাদেশ হইতে বিভিন্ন ধরণের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। রপ্তানীযোগ্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার বিপণন সহজতর করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করিয়া বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বরিশাল জেলাসমূহে রপ্তানীযোগ্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন উপযোগী এলাকা চিহ্নিত করে "রপ্তানী পল্লী" স্থাপন করা হইবে। উক্ত রপ্তানী পল্লীতে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে রপ্তানীযোগ্য শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য কৃষি পণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধাসহ কৃষি সরঞ্জামাদি, কীটনাশক, উন্নত বীজ প্রভৃতি সরবরাহ এবং উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সমন্বিত সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

(৫) **পুনঃরপ্তানী প্রথা (এন্টি-পোর্ট) প্রবর্তনঃ** বর্তমানে আমদানীকৃত কোন পণ্য একই অবস্থায় পুনঃরপ্তানীর কোন সুযোগ নাই। তবে অনেক দেশ এই ধরণের বাণিজ্যের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিয়া থাকে। বাংলাদেশে এ প্রথা প্রবর্তন করা হইলে অনুরূপভাবে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে বিধায় রপ্তানী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ড ব্যবস্থাধীনে একমাত্র ফেব্রিকস ব্যতিরেকে অন্যান্য আমদানীকৃত মালামাল পুনঃরপ্তানীর ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে টি, সি, বি এবং সীমিতভাবে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ২/১টি রপ্তানীকারকদেরকেও এ ব্যবস্থাধীনে বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৬) **আমদানী নীতি উদারকরণঃ** উদার আমদানী নীতি রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। সম্পদের স্বল্পতাহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পজাত রপ্তানী পণ্য আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। রপ্তানী আদেশ বাস্তবায়ন সহজতর করিবার লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী শিল্পের উপযোগী প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী আরো সহজ ও সরলীকরণ করা হইবে।

(৭) রপ্তানীমুখী শিল্পে পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনঃ রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও উৎপাদন কাঠামোর যথাযথ পরিবর্তন আনয়নের জন্য পশ্চাৎ-সংযোগ কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। তৈরী পোষাক, হোসিয়ারী দ্রব্য, পাকা চামড়া ও চামড়া-জাতদ্রব্য এবং কৃষিজাত পণ্য উন্নয়ন ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সব শিল্পের উপযোগী পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনের জন্য সর্বাধুনিক বস্ত্র কল, ডাইং ও ফিনিসিং ইউনিট, এক্সেসরীজ ও পাকা চামড়ার জন্য কমন ফেসিলিটি সুবিধাদি সৃষ্টি করা হইবে।

(৮) নূতন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণঃ সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ এখন বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করিতেছে। এই পরিবর্তনের কারণে এই সকল দেশসমূহের সংগে বার্টার বাণিজ্য ব্যবস্থা লোপ পাইতে চলিয়াছে। এ প্রেক্ষিতে ঐ সব দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানী বাজার ঠিক রাখিবার প্রয়োজনে কাউন্টার ট্রেড এর মাধ্যমে ও সরাসরি বিনিময়যোগ্য মুদ্রায় বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা জোরদার করা হইবে। সেই সংগে এস টি এর মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।

(৯) ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট স্থাপনঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সংগে জড়িত সকল মহলকে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিভিন্ন দিকের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হইবে।

(১০) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জোরদারকরণঃ নতুন পণ্য উদ্ভাবন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্য বহুমুখীকরণ এবং অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদ, কলেজ অফ লেদার টেকনোলজী, কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজী যাহাতে রপ্তানী উন্নয়নে সক্রিয় সহযোগী ভূমিকা পালন করিতে পারে সে জন্য তাহাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হইবে।

(১১) রপ্তানী প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ ঃ রপ্তানী বাণিজ্যের বিভিন্ন আংগিক এবং প্রাপ্তব্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী তৎপরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। রপ্তানী বাণিজ্যের সকল আংগিক ও প্রাপ্ত সুবিধাদি সম্পর্কে রপ্তানীকারকদের অবহিত করিবার লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন আরও জোরদার করিবে।

(১২) রপ্তানী শিল্প এলাকা গঠনঃ রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের খরচকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখিবার প্রয়োজনে এবং শ্রমিকদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখিবার স্বার্থে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানীমুখী শিল্প এলাকা গঠন করা প্রয়োজন। এ ধরনের রপ্তানী

শিল্প এলাকাসমূহের উন্নয়ন, প্রসার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাগণকে এসব রপ্তানীমুখী শিল্প এলাকায় পুঁজি বিনিয়োগে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

(১৩) **অবকাঠামো উন্নয়নঃ** অবকাঠামোর উন্নয়ন রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটি প্রধান শর্ত। রপ্তানী সম্প্রসারণ এর স্বার্থে দেশে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি যথা বিরামহীন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, উন্নত রাস্তা-ঘাট ও ফেরী সার্ভিস ও বন্দর সুবিধাদির উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

(১৪) **শ্রম আইন সংশোধনঃ** ই পি জেড এলাকার শ্রমিকগণ বর্তমানে শ্রম আইনের কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পারেন না। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সুযোগসহ শ্রম আইনের সকল সুবিধা ই পি জেড এলাকার শ্রমিকদের প্রদান করা হইলে উন্নততর কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হইবে এবং শ্রমিকদের মনোবল ও কর্মউদ্যোগ বৃদ্ধি পাইবে। এ লক্ষ্যে ই পি জেড এলাকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনসহ শ্রম আইনের সকল সুবিধাদি প্রদান করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

(১৫) **বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগঃ** বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করাই আমাদের দূতাবাসের বাণিজ্যিক শাখাসমূহের প্রধান কাজ। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দূতাবাসের বাণিজ্যিক শাখায় যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা হইবে। রপ্তানী সম্প্রসারণে দূতাবাসসমূহের প্রধানদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাঁহাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের একটি অংশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক লিখনের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

(১৬) **বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনঃ** বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র জাতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণজনিত সকল কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের এই গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সরকার ৩১, মিন্টো রোড এবং ৩৬, ময়মনসিংহ রোডের সংযোগ স্থলে ২.১১ একর জমির উপর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র (WTC) স্থাপনের পুনঃ সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

(১৭) **রপ্তানী হাউজ নির্বাচন পদ্ধতি সহজতরকরণঃ** রপ্তানীকারকদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি করিয়া এবং রপ্তানী বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে রপ্তানী হাউজ গঠন করা হইয়াছে। রপ্তানী হাউজের কার্যক্রম ও উপকারিতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া রপ্তানী উন্নয়নের জন্য সহায়ক বিবেচিত হইলে রপ্তানী হাউজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর গঠন প্রক্রিয়া সহজতর করা হইবে।

(১৮) **পণ্য উন্নয়নে আমদানীর সুবিধা বৃদ্ধিঃ** পণ্য উন্নয়ন ও রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৈরী পোষাক খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতের সকল রপ্তানীকারকগণকে পণ্য নমুনা বিনা শুল্কে আমদানীর নিম্নরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবেঃ

বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য নমুনা রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের উর্দ্ধে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশক্রমে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী এর ছাড়পত্রের মাধ্যমে আমদানী করা যাইবে।

৬। **পণ্য উন্নয়নে বিশেষ সুবিধাদি ঃ**

(১) **তৈরী পোষাক ঃ**

(ক) তৈরী পোষাক শিল্পের উপযোগী কাপড়ের সিংহ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। এই আমদানী নির্ভরশীলতার কারণে তৈরী পোষাকের বাজার দ্রুত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হইতেছে। তৈরী পোষাক শিল্পের উপযোগী কাপড় সরবরাহের জন্য দেশে প্রয়োজনীয় বস্ত্রকল স্থাপন এবং দেশে বিদ্যমান বস্ত্রকলে উন্নত মানের কাপড় তৈরীর প্রচেষ্টা জোরদার করা হইবে।

(খ) চাহিদার নিরিখে তৈরী পোষাক উৎপাদন বিভিন্নমুখী করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। নতুন ধরনের পোষাক উৎপাদন ব্যবস্থা জোরদার করিয়া বাংলাদেশের বর্তমান বাজার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইইসি দেশসমূহ, স্ক্যানডিনেভীয় দেশসমূহ ও জাপানে নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং বাজারজাতকরণের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হইবে।

(২) **হোসিয়ারী দ্রব্য ঃ**

হোসিয়ারী দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধির গতি ধারাকে দ্রুততর করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হইবে ঃ—

(ক) দেশের অভ্যন্তরে উন্নতমানের সুতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি ;

(খ) বি টি এম সির সুতা প্রস্তুতকারী মিলসমূহ হইতে রপ্তানীমুখী হোসিয়ারী শিল্পের চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের সুতা সরবরাহ বৃদ্ধি।

(৩) **চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ঃ**

(ক) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। বি, এম, আর, ই এর মাধ্যমে পাকা চামড়া উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা হইবে।

(খ) উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তির জন্য সহায়ক শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

(গ) আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা মোতাবেক চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও উৎপাদন সহজতর করিবার লক্ষ্যে রপ্তানীকারকদের প্রয়োজনীয় পাকা চামড়া প্রাপ্তির সুবিধার্থে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ কমন ফেসিলিটি সেন্টারটিকে শীঘ্রই চালু ও আধুনিকীকরণ করা হইবে ; এবং

(ঘ) চামড়াজাত পণ্য উৎপাদক শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান এবং বাজারজাত করার কার্যক্রম জোরদার করা হইবে।

(৪) কৃষিজাত পণ্য ঃ

টাটকা শাক-সব্জি ও ফলমূল ঃ

বাংলাদেশ হইতে শাকসব্জি ও ফলমূল রপ্তানী বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ খাতের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও রপ্তানী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হইবেঃ—

(ক) রপ্তানীযোগ্য টাটকা শাকসব্জি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নির্বাচিত এলাকায় পরিকল্পিত "রপ্তানী পল্লী" এলাকা সৃষ্টি ;

(খ) পশ্চিম ইউরোপে এবং জাপানে টাটকা শাক-সব্জির বাজার অন্বেষণের প্রচেষ্টা জোরদার করা হইবে। প্রয়োজনে রপ্তানীকারকদের সে সব দেশে যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদান ;

(গ) শাক-সব্জি ও ফলমূল আকাশ পথে পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ;

(ঘ) টাটকা সব্জি ও টাটকা ফলমূলের সজীবতা ও মান বজায় রাখার লক্ষ্যে উন্নত দেশের বাজার উপযোগী প্রয়োজনীয় প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহার ও তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।

তামাক ঃ

আন্তর্জাতিক বাজারে তামাকের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে। এ প্রেক্ষিতে তামাকের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হইবেঃ—

(অ) পণ্য বিনিময় চুক্তি/এসটি এ এর আওতায় তামাক রপ্তানী বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ ;

(আ) পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে তামাক/সিগারেট রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ;

(ই) যথাযথ মানের তামাক উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা জোরদারকরণ।

পাট ও পাটজাত পণ্যঃ

প্রচলিত পণ্য খাতে পাট ও পাটজাত পণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী উপখাত। এই সব পণ্যের প্রধান রপ্তানী বাজার হইতেছে, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সিরিয়া, সুদান, ইরেমেন, মিশর, চীন, ইরাক এবং ভারত। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এই সব দেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্য আমদানী হ্রাস পাইতেছে। এই সব রপ্তানী বাজার সুসংহত ও সম্প্রসারিত করিবার সুবিধার্থে পৃথক ক্রেডিট লাইন সৃষ্টির সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশী পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারীদের নিকট প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (পাটের কাপড়কে) রপ্তানী মূল্যে সরবরাহ করিবার লক্ষ্যে পাট মন্ত্রণালয় কার্যকরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করিবে।

চা:

(অ) প্রচলিত পণ্য খাতে চা একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানী উপখাত। উন্নতমানের প্যাকেট চা বাংলাদেশী "ব্রান্ড নেম" এ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে এ খাতে আয় বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। চা রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত মানের চা আমদানী করিয়া বাংলাদেশী চায়ের সংগে সংমিশ্রণ ঘটাইয়া আমদানীকারকদের চাহিদা মোতাবেক প্যাকেট চা রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

(আ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারে মেলা সংগঠন ও তৈরী চা পরিবেশন, বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ এবং সম্ভাবনাময় বাজারে চায়ের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র খোলার মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশী চায়ের পরিচিতি বৃদ্ধি করিবার কার্যক্রম জোরদার করা হইবে।

(৩) হস্তশিল্পজাত পণ্য:

গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধিতে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। এ পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধির স্বার্থে নিম্নে উল্লেখিত পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে:—

(ক) বাজার চাহিদা ভিত্তিক নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করিবার উপযুক্ত কারিগরী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া ;

(খ) দক্ষ কারিগর সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং

(গ) হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রসেসিং ও ফিউমিগেশনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭। সেবা রপ্তানী:

(ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি, কম্পিউটার, সফ্‌ট ওয়্যার ইত্যাদি)।

সেবা রপ্তানী বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি, কম্পিউটার সফ্‌ট ওয়্যার রপ্তানীর জন্য এখন হইতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

(ক) খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ফার্মগুলির কাজ প্রাপ্তির সুবিধার্থে তাহাদের নির্মাণ ও নক্‌সা তৈরী কাজে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বহির্বিশ্বে প্রচারণা;

(খ) সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশের বাজারে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ;

(গ) দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধা বৃদ্ধি ;

(ঘ) বাজার অনুসন্ধানের জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ ; এবং

(ঙ) নমুনা সফ্‌ট ওয়্যার সামগ্রী বিনা শুল্কে আমদানীর সুবিধা দেওয়া।

৮। বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত খাত ঃ

হিমায়িত খাদ্য এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্যের রপ্তানী সম্ভাবনাকে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য এই দুইটি পণ্যের উন্নয়ন ও উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯১—৯৩ দ্বি-বার্ষিক রপ্তানী নীতিতেও পুনরায় হাই সেক্টরভুক্ত রাখা হইয়াছে। এই লক্ষ্য অর্জনে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবেঃ

(ক) হিমায়িত খাদ্য ঃ

(অ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ৩৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩৩ একর করিয়া চিংড়ি চাষ উপযোগী জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান ;

(আ) অর্ধ নিবিড় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সকল সহায়ক ব্যবস্থা যেমন—চিংড়ি পোনা, সুষম খাদ্য সরবরাহ ও অবকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ ;

(ই) পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে হ্যাচারী স্থাপন ; এবং

(ঈ) সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাংক ঋণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(খ) ইলেকট্রনিক্স পণ্য ঃ

(অ) কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম রপ্তানীর সুযোগ প্রদান এবং এই জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ ;

(আ) এই পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জনশক্তি প্রাপ্তির সুবিধার্থে সরকারী উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৯। ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্য ঃ

বর্তমানে ৪টি পণ্য যথাঃ খেলনা, লাগেজ ও ফ্যাশনজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক্স পণ্য এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত রহিয়াছে।

১৯৯১—৯৩ সনের রপ্তানী নীতিতে আরো ৮টি নতুন পণ্য যথাঃ ডায়মন্ড কাটিং ও পলিসিং, অলংকার তৈরী, রেশম কাপড়, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, কাট ও আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার এবং অরকিড, গিফট আইটেম, শাক-সবজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সী ও সার্ভিসেস ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত করা হইয়াছে।

ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্যসমূহের উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য উন্নয়ন, কারিগরী সহায়তা, অর্থায়ন, শুল্ক প্রত্যার্পণ সুবিধা প্রদান, রেয়াতী হারে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং রপ্তানী বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণসহ যৌথ বিনিয়োগ লাভের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হইবে।

১৩। **সাধারণ ঃ**

(ক) উপরোক্ত সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষে ১৯৮৯—৯১ সালের রপ্তানী নীতি বিধানগুলি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ সালের জন্যও কার্যকর থাকিবে।

(খ) বর্তমানে রপ্তানী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা (পরিশিষ্ট-'খ' ও 'গ') প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষে আগামীতে বহাল থাকিবে।

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকাসহ রপ্তানী নীতির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

সংলগ্নী-১

১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য	১৯৯১-৯২ মূল্য		১৯৯২-৯৩ মূল্য	
	কোটি টাকায়	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	কোটি টাকায়	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে
তৈরী পোষাক	৩২৬৫	৯০৭	৪২৪৯	১১৩৩
পাটজাত দ্রব্য	১১৭৭	৩২৭	১৩৫০	৩৬০
চামড়া	৬৮০	১৮৯	৯৫৬	২৫৫
হিমায়িত খাদ্য সামগ্রী ..	৬৪৮	১৮০	৮৭৭	২৩৪
হোসিয়ারী দ্রব্যাদি ..	৫৮৩	১৬২	৭৮৮	২১০
কাঁচা পাট	৪৫০	১২৫	৫৮৫	১৫৬
চা	১৭৬	৪৯	১৮৮	৫০
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ..	২৩১	৬৪	৪২৪	১১৩
ন্যাফথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন	১৪৮	৪১	২০৬	৫৫
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ..	৪০	১১	৫২	১৪
কৃষিজাত পণ্য	৩৩	৯	৪৫	১২
হস্তশিল্পজাত পণ্য ..	২৫	৭	৩৪	৯
ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি ..	২৯	৮	৩৪	৯
ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত দ্রব্যাদি ..	৪৩	১২	৪৯	১৩
অন্যান্য	২১৬	৬০	২৪৭	৬৬
মোট ..	৭৭৪৪	২১৫১	১০০৮৪	২৬৮৯

১৯৯১-৯২ বিনিময় হার ১ ডলার = ৩৬.০০ টাকা

১৯৯২-৯৩ বিনিময় হার ১ ডলার = ৩৭.৫০ টাকা

সংলগ্নী-২

১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের জন্য খাতওয়ারী রপ্তানী।

খাত	১৯৯১-৯২ মূল্য			১৯৯২-৯৩ মূল্য		
	কোটি টাকায়	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	মোট লক্ষ্য মাত্রার শতকরা অংশ	কোটি টাকায়	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	মোট লক্ষ্য-মাত্রা শতকরা অংশ
পাট ও পাটজাত দ্রব্য	১৬২৭	৪৫২	২১%	১৯৩৫	৫১৬	১৯%
পাট ব্যতীত অন্যান্য পণ্য	৬১১৭	১৬৯৯	৭৯%	৮১৮৯	২১৭৩	৮১%
প্রচলিত পণ্য ..	১৭৯৩	৪৯৮	২৩%	২১০৮	৫৬২	৭৯%
অপ্রচলিত পণ্য ..	৫৯৫১	১৬৫৩	৭৭%	৭৯৭৬	২১২৭	৭৯%
প্রাথমিক পণ্য ..	১৫৪৮	৪৩০	২০%	১৮১৪	৪৮৪	১৮%
শিল্পজাত পণ্য ..	৬১৯৬	১৭২১	৮০%	৮২৬৯	২১০৫	৮২%

ধরণের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়, যথা—রপ্তানী ঋণ গ্যারান্টি (জাহাজীকরণ পূর্ব), রপ্তানী ঋণ গ্যারান্টি (জাহাজীকরণ উত্তর) ও কমপ্রিহেনসিভ গ্যারান্টি। প্রথম দুইটি গ্যারান্টি ব্যাংকের অনুকূলে এবং তৃতীয় গ্যারান্টি রপ্তানীকারকের অনুকূলে প্রদান করা হয়।

৫। **রপ্তানী সাফল্য সুবিধা (এক্স পি বি) ঃ**

রপ্তানী সাধনের পর রপ্তানীকারক দলিলপত্র নেগোশিয়েট করিবার সময়ে তাহাদের ব্যাংক হইতে এক্স পি বি সুবিধা পাইয়া থাকেন। এই সুবিধা প্রচলিত ওয়েজ আর্নার্স রেট এবং সরকারী বিনিময় হারের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণীত হয়।

৬। **ডিউটি-ড্র-ব্যাক স্কীম ঃ**

(ক) শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানীকারকগণ পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে আমদানীকৃত কাঁচা-মালের উপর প্রদত্ত শুল্ক ও কর পণ্য রপ্তানীর পর এই স্কীমের আওতায় ফেরত পাইতে পারেন। বর্তমানে ড্র ব্যাক প্রাপ্তির তিনটি পদ্ধতি রহিয়াছে যথা—একচুয়াল-ড্র-ব্যাক, নোশণাল-ড্র-ব্যাক এবং ফ্লাট রেট-ড্র-ব্যাক। ফ্লাট রেট ভিত্তিক ড্র-ব্যাক রপ্তানীকারকের ব্যাংকের মাধ্যমে শতকরা ১০০ ভাগ সুদমুক্ত অগ্রিম আকারে অনতিবিলম্বে পাওয়া যায়।

(খ) **ফ্লাট রেট নির্ধারণ ত্বরান্বিত ও সময়োপযোগীকরণ ঃ** সকল প্রকার প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানী ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য ডিউটি-ড্র-ব্যাক হার নির্দিষ্ট সময়ান্তে পুনঃনির্ধারণ এবং নতুন নতুন পণ্য ফ্লাট রেটের আওতায় আনয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

(গ) **শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যার্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) অফিস স্থাপন ঃ** ত্বড়িৎ গতিতে শুল্ক মুক্ত আমদানী/ড্র-ব্যাক প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যার্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) স্থাপন করা হইয়াছে।

৭। **শুল্ক ও কর ঃ**

(ক) **মূলধন যন্ত্রপাতি ঃ** বর্তমান রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের শতকরা ২·৫ ভাগ নামমাত্র শুল্ক হারে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানী করা যায়।

(খ) **প্যাকেজিং সামগ্রীর উপর আবগারী শুল্ক ঃ** পাটের কাপড় ও থলি রপ্তানী পণ্য প্যাকিং এর জন্য ব্যবহৃত হইলে এইগুলির উপর প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দেওয়া হয়।

(গ) **রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং টি সি বি কর্তৃক নমুনা আমদানী ঃ** রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং টি সি বি বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা মূল্য সীমা পর্যন্ত যে কোন পণ্যের নমুনা শুল্কমুক্তভাবে আমদানী করিতে পারিবে। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত জুলাই ৬, ১৯৮৮, (পৃষ্ঠা নং ১১১৩৬ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) **আবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ আমদানী ঃ** হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানীকারকরা বৎসরে সর্বোচ্চ ১,০০০ ডলার মূল্যমান পর্যন্ত স্বাভাবিক শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে এবং প্রচলিত আমদানী নিয়ম-কানুন পালন ব্যতিরেকে পাস বই এন্ট্রির মাধ্যমে নিজেরা বিদেশ হইতে আগমনকালে একোমপেনিড ব্যাগেজ হিসাবে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশ আমদানী করিতে পারিবেন।

(ঙ) **রীফার ভ্যান আমদানীঃ** হিমায়িত খাদ্য খাতে প্রতিটি প্রক্রিয়াজাত কারখানার মালিক অনূর্ধ্ব পাঁচ টন ক্ষমতাসম্পন্ন রীফার ভ্যান হ্রাসকৃত শতকরা ৩০ ভাগ শুল্ক হারে আমদানী করিতে পারেন। পরবর্তীতে এই শুল্ক হার শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, তারিখ ২৩শে জুন, ১৯৮৭ এর (পৃষ্ঠা নং ৩১০৮ টারিফ হেডিং নং ৮৭.০৩ দ্রষ্টব্য)।

(চ) **নিষিদ্ধ পণ্য আমদানীঃ** রপ্তানী অর্ডারের বিপরীতে রপ্তানীমুখী শিল্প কারখানার মালিক নিষিদ্ধ/ঋণাত্মক আমদানী তালিকাভুক্ত কাঁচামাল আমদানী করিতে পারিবেন।

(ছ) **ঢাকা ফরেন পোষ্ট অফিসে শুল্ক খালাসঃ** বই পুস্তক এবং সাময়িকী রপ্তানীর স্বার্থে ঢাকা ফরেন পোষ্ট অফিসে শুল্ক খালাস ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে।

৮। **রেয়াতী বীমা প্রিমিয়ামঃ**

অপ্রচলিত খাতে রপ্তানীমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সমস্ত পণ্যের রপ্তানীকারকরাও জাহাজীকরণের পর অনুরূপ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম সুবিধা পাইতে পারেন।

৯। **রেয়াতী পণ্য ভাড়াঃ**

বাংলাদেশ বিমান এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন রপ্তানীকারকদেরকে পরিবহন ভাড়ার বিশেষ রেয়াতী সুবিধা প্রদান করিবে।

১০। **প্রচ্ছন্ন রপ্তানী সুবিধাঃ**

রপ্তানী পণ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল অথবা আন্তর্জাতিক দরপত্রের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানীয় প্রকল্পাধীনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত পণ্য প্রচ্ছন্ন রপ্তানী বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তা প্রত্যক্ষ রপ্তানীর ন্যায় ডিউটি-ড্র-ব্যাক, এক্স পিবি প্রভৃতি সকল রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে।

১১। **প্রচ্ছন্ন রপ্তানী পরিধি সম্প্রসারণঃ**

প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর পরিধি ব্যাপকভিত্তিক করিয়া এর অধীনে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ এবং "টার্নকি" যথা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট, কনসালটিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট এবং সিভিল কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টের ন্যায় "প্রকল্প রপ্তানীকে" অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল প্রকল্প রপ্তানী ক্ষেত্রে নীট বৈদেশিক মুদ্রা আয়, প্রকৃত রপ্তানী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা সকল প্রকার রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২। **সার্ভিস রপ্তানীর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিনিময় হারঃ**

বিদেশে বাংলাদেশী কোম্পানী/ফার্ম কর্তৃক কারিগরী নির্দেশনা, পরামর্শ, সেবা, নির্মাণ কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে অর্জিত আয় মাধ্যমিক বিনিময় হার সুবিধাধীনে দেশে প্রেরণ করা যায়।

১৩। পোষাক ও সমগোত্রীয় শিল্পে শর্ত সাপেক্ষে নগদ ভর্তুকীঃ

দেশীয় কাপড়ের ব্যবহার উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে তৈরী পোষাক, হোসিয়ারী পণ্য এবং বিশেষায়িত বস্ত্র শিল্পের অনুকূলে এফ ও বি মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ হারে বিকল্প নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হইবে, যদি স্থানীয় কাপড় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান শুল্ক বন্ড সুবিধা গ্রহণ অথবা ডিউটি-ড্র-ব্যাক দাবী না করেন।

১৪। রপ্তানী সহায়ক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিঃ

রপ্তানী ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাদির তাৎক্ষণিক সমাধান ও রপ্তানী নির্দেশনা প্রদান এবং সামগ্রীকভাবে রপ্তানী নীতি সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত রপ্তানী ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৫। পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিলঃ

রপ্তানী বৃদ্ধি ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভূমিকা অপরিসীম। বেসরকারী খাত যত বেশী সুসংহত ও সুসংবদ্ধ হইবে, রপ্তানী সম্প্রসারণ সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্য বেসরকারী খাতকে অধিকতর সুসংগঠিত করার মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নির্বাচিত পণ্য ক্ষেত্রে রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা অব্যাহত থাকিবে।

১৬। পণ্য জাহাজীকরণঃ

রপ্তানী পণ্য পরিবহনে অহেতুক বিলম্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে সাধারণ ওয়েভার প্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় রপ্তানী দ্রব্য জাহাজীকরণের জন্য ওয়েভার এর আবেদন প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে উহা (ওয়েভার) প্রদান নিশ্চিত করিবেন।

১৭। রাষ্ট্রপতির রপ্তানী ট্রফি প্রাপকদের ভি আই পি সুবিধাঃ

রপ্তানী ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতির রপ্তানী ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের প্রত্যেককে, তাঁহাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ভ্রমণকালে শুধুমাত্র বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কিত বিষয়ে ভি আই পি'র মর্যাদা প্রদান করা হইবে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সি আই পি হওয়ার শর্তসমূহ পূরণ করেন।

১৮। (ক) বিশেষ শুল্ক বন্ড সুবিধাঃ ক্যাশ প্রোগ্রামাধীন পণ্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল বিধায় এই সমস্ত খাতে ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্পের অনুকূলে তৈরী পোষাকের "বিশেষ শুল্ক বন্ড" সুবিধা সম্প্রসারণ করা হইবে।

(খ) অধিক শিল্প স্থাপনের কর্মসূচীঃ ক্যাশ প্রোগ্রামাধীন পণ্য খাতে অধিক সংখ্যক শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়/বিনিয়োগ বোর্ড প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিবে।

১৯। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প হিসাবে বস্ত্র শিল্পঃ

দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখিবার লক্ষ্যে বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার শিল্প হিসাবে বিবেচনাপূর্বক দেশে আধুনিক মানের নূতন বস্ত্রকল স্থাপন এবং নির্বাচিত পুরাতন বস্ত্রকলের মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বস্ত্র মন্ত্রণালয় এই শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বস্ত্র রপ্তানী উৎসাহিতকরণের উদ্দেশ্যে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করিবে।

২০। পণ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্তঃ

(ক) তৈরী পোষাকঃ তৈরী পোষাক খাতের অর্জিত রপ্তানী আয়ের যে অংশ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ পত্রের মাধ্যমে কাপড় ও অন্যান্য আনুষংগিক দ্রব্যাদি আমদানী বাবদ পরিশোধের প্রয়োজন হয়, উহা টাকায় রূপান্তর না করিয়া রপ্তানীকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখার সুবিধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে রপ্তানী লব্ধ আয় একবার টাকায় রূপান্তরকরণ এবং আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য পরিশোধ বাবদ উহা বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তরকরণজনিত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির হাত হইতে রপ্তানীকারকেরা রক্ষা পাইবেন।

(খ) চিংড়ি চাষঃ বর্ধিত মাত্রায় চিংড়ি রপ্তানীর উদ্দেশ্যে কাঁচামাল হিসাবে চিংড়ি সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিংড়ি চাষের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে চিংড়ি চাষের বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সমন্বিত ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ বাস্তবায়নের উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সেই সংগে চিংড়ি চাষকে রপ্তানী শিল্প হিসাবে ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

(গ) চিংড়ি ডবল চেকিংঃ পদ্ধতিগত জটিলতা এবং বিপণন অসুবিধা হইতে রপ্তানী-কারকদেরকে অব্যাহতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বন্দর এলাকায় শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিংড়ি মাছের ডবল চেকিংয়ের প্রথা রহিত করা হইয়াছে। তবে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রপ্তানীযোগ্য চিংড়ি পরিদর্শন ও পরীক্ষার বর্তমান বিধান বলবৎ থাকিবে।

(ঘ) চামড়াঃ বিগত রপ্তানী নীতি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই হইতে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকিবে। এই সিদ্ধান্ত সময় নষ্ট বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চামড়া খাতের নির্বাচিত ইউনিটসমূহের বি এম আর ই ত্বরান্বিত করিবার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

(ঙ) কৃষি পণ্যঃ

(অ) সরাসরি বিমান বুকিং ব্যবস্থাঃ দেশের উত্তরাঞ্চলের টাটকা শাকসব্জী ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য যাহাতে সহজে রপ্তানী গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারে এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ণ থাকে উহার সুবিধার্থে রাজশাহী বিমান হইতে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বিমান বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকিবে।

(আ) উৎপাদন ও গুণগতমাণ বৃদ্ধিঃ কৃষি পণ্য, বিশেষ করিয়া টাটকা শাকসব্জী ও ফলমূল রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সকল উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত উৎকর্ষতা বিধান এবং প্যাকেজিং ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(ই) বাঁশ, বেত ও নারিকেলের চাষঃ হস্তশিল্পজাত পণ্যের স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে বাঁশ, বেত ও নারিকেলের পরিকল্পিত চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

২১। রপ্তানী নিষেধাজ্ঞা শিথিলকরণঃ

অব্যবহৃত ষ্টেইনলেস ষ্টীলঃ প্রচলিত রপ্তানী নীতির বিধান অনুযায়ী লৌহ ও অলৌহজাত পদার্থ হিসাবে ষ্টেইনলেস ষ্টীলের স্ক্র্যাপ রপ্তানী নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোন **বিকল্প ব্যবহারের সুবিধা না থাকায় এই পণ্যটি বর্তমানে বর্জ্য পণ্য হিসাবে বিনষ্ট হইতেছে।** এই অপচয় রোধকল্পে রপ্তানী নিষেধাজ্ঞার আংশিক শিথিলপূর্বক এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দেশে ষ্টেইনলেস ষ্টীল স্ক্র্যাপ প্রক্রিয়াকরণের কোন ব্যবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই পরিত্যাজ্য পণ্যটি কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে রপ্তানী করা **যাইবে।**

পরিশিষ্ট-খ

রপ্তানী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা

*১। মৌলিক ও অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় সকল আমদানীকৃত দ্রব্যাদি।

*২। লৌহ ও অলৌহ ঘটিত ধাতব পদার্থ ও উহাদের টুকরা-টাকরা।

*৩। ন্যাফথা, ফারনেস তৈল ও বিটুমিন ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য।

*৪। কেপোক (Kapok) বীজ ব্যতীত সকল তৈলবীজ ও ভোজ্য তেল।

*৫। পাট বীজ ও শন বীজ।

*৬। চাউলজাত ও ময়দাজাত দ্রব্যসহ সকল খাদ্যশস্য।

*৭। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য।

*৮। গুড় ও খাণ্ডেশ্বরী চিনি।

*৯। ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ (রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৯৭৩) প্রথম তালিকায় বর্ণিত প্রজাতি ব্যতীত উক্ত অধ্যাদেশে উল্লেখিত সব রকমের জীবন্ত প্রাণী, প্রাণী ও বন্য প্রাণীর চামড়া।

*১০। আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও উহাদের উপকরণ।

*১১। ভংগুর পদার্থ।

*১২। নিম্নে উল্লেখিত ছাড়া সকল মানচিত্র ও চার্টসমূহঃ

(ক) ½ ইঞ্চি অথবা ১/২৫০,০০০ স্কেলের চেয়ে ক্ষুদ্রতর অবর্গিত (unclassified) মানচিত্র।

(খ) শিক্ষা সংক্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক চার্ট, এবং

(গ) পথনির্দেশক (Guide) ম্যাপ ও রিলিফ (Relief) ম্যাপ।

*১৩। গো মাংস, ছাগল/ভেড়ার মাংস এবং পশুর চর্বি।

*১৪। ডাব, নারিকেল ও নারিকেলের শুষ্ক শাঁস।

*১৫। পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

*১৬। মনুষ্য কংকাল।

*১৭। সকল প্রকার ডাল।

১৮। ডিম ও হাঁস-মুরগী (এস আর ও নং ৩৬৫-এল/৭৫, তারিখ ১-১১-৭৫)।

১৯। হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত চিংড়ী মাছ (এস আর ও নং ৬০-এল/৭৬, তারিখ ১৪-২-৭৬)।

২০। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সারশিপ বোর্ড কর্তৃক রপ্তানীযোগ্য বলিয়া প্রত্যয়ণকৃত নহে এরূপ ফিচার ফিল্মস (এস আর ও নং ১৭৪-এল/৭৬, তারিখ, ২৪-৫-৭৬)।

২১। পিয়াজ (এস আর ও নং ২৫০-এল/৭৭, তারিখ, ১৩-৮-৭৭)।

২২। হরিনা ও চাকা প্রজাতি ছাড়া ৭১/৯০ কাউন্ট ও তাহার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি এবং ৬১/৭০ ও তাহার চেয়ে ছোট আকারের মিঠা পানির চিংড়ি (এস আর ও নং ৩৪৫-এল/৮৩, তারিখ, ২০-১০-৮৩)।

২৩। খৈল।

২৪। চাউলের কুঁড়া (তৈল নিষিক্ত চাউলের কুঁড়া ব্যতিরেকে)।

২৫। অচেরাইকৃত বাঁশ, বেত ও কাঠের গুড়া।

**২৬। সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

২৭। রপ্তানী নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু কৃষিপণ্য (গ্রেডিং ও মার্কিন) আইন, ১৯৩৭ (১৯৩৭ সালের ১ নং) এবং ষ্টান্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন, (সার্টিফিকেশন মার্কস) অধ্যাদেশ ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৮ নম্বর)-এর অধীনে প্রণীত বিধির আওতায় পড়ে এরূপ দ্রব্য উক্ত বিধিতে লিপিবদ্ধ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রপ্তানী করা যাইতে পারে।

---

*এস আর ও নং ৩০৩-এন/৭৫, তারিখ ২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৫-এর আওতাভুক্ত।
**১৯৮৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট "গ"

শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানী পণ্য তালিকা

১। চিটাগুড়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে অনুমোদন দিবে।
২। তৈল নিষিক্ত চাউলের কুঁড়া ৩। গমের ভুষি	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং যুক্তিসংগত মূল্যে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়/পশুপালন অধিদপ্তর ক্রয়ে সক্ষম না হইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে অনুমোদন দিবে।
৪। ষ্টেনলেস ষ্টিল স্ক্র্যাপ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে রপ্তানী অনুমতি প্রদান করিবে।

বাঃসঃমু-৯১/৯২—২৭৬৯এফ—৪,৫০০—১৭-৯-৯১ ইং।